VOL. XLI
Part–II

ISSN : 0587-1646
February, 2020

# अन्वीक्षा

# ANVĪKṢĀ

RESEARCH JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT

(REFEREED JOURNAL)

General Editor
Dr. Ashok Kumar Mahata

JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA-700 032

ISSN : 0587-1646

# ANVĪKṢĀ

RESEARCH JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT

(REFEREED JOURNAL)

VOL. XLI
Part–II

*General Editor*
**Dr. Ashok Kumar Mahata**

**JADAVPUR UNIVERSITY**
KOLKATA - 700 032

February, 2020

15. SIDDHESWAR CHATTOPADHYAY AND HIS 'NANĀ-VITĀḌANAM'
Madhuri Ghosh

16. A CRITICAL STUDY OF RABINDRANATH TAGORE'S DANCE DRAMA WITH SPECIAL REFERENCE TO NĀYIKĀ-BHEDA
Mahua Bhattacharyya

SECTION-C

17. বিষ্ণুস্মৃতি ও বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে বর্ণিত চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা
অনুষ্টিতা মণ্ডল

18. দার্শনিকের গুণগত ও বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণ : সাংখ্যের পাঞ্চভৌতিক জগৎ
স্বাধীন কুমার মণ্ডল

19. ন্যায়নয়ে আত্মস্বরূপবিচার
দেবশ্রী খাঁড়া

20. ন্যায়সম্মতঃ তর্ক সমীক্ষা
রূপালী মুর্মু

21. সংস্কৃতশাস্ত্রে তীর্থবিমর্শ
শুভজ্যোতি দাস

22. গীতাভূষণ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ
প্রস্মিতা তরফদার

23. সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে সাহস-অপরাধ, অপরাধী ও দণ্ডবিধান : একটি সমীক্ষা
রূপা বিশ্বাস

24. ঋগ্বেদে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের উপাদান : একটি সমীক্ষা
মহাদেব দাস

25. কালিদাসের কাব্যে ধর্মশাস্ত্রীয় উপাদানের অনুসন্ধান : বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে
হারান নস্কর

26. 'প্রস্থান' নাট্যনীতি এবং আলিবাবা-পরম্পরায় নির্মিত বাংলা নাট্যসাহিত্য ও চলচ্চিত্র
সমীপেষু দাস

27. মৃচ্ছকটিকে মানবীয় মূল্যবোধ
জয় দাস

28. উত্তর ভারতের আদি ও আদি-মধ্যযুগীয় সংস্কৃত তাম্রশাসনে ধর্মানুশংসন শ্লোক সমূহের তাৎপর্য
শিবানন্দ রায়

29. ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ একটি সাধারণ ধারণা
হাসিনা খাতুন

30. বৈদিক ও ইসলামিক সাহিত্যে নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থান : একটি তুলনামূলক আলোচনা
পিংকী খাতুন

31. নাট্যশাস্ত্রীয় ধ্রুবাগীতি : একটি সমীক্ষা
প্রীতি সেন

# ন্যায়সম্মতঃ তর্ক সমীক্ষা

রূপালী মুর্মু

**সারসংক্ষেপ-**

ন্যায়দর্শন গ্রন্থে ষোলপ্রকার পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে। এই পদার্থগুলি হল—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা। এই ষোড়শপদার্থের মধ্যে হচ্ছে অন্যতম। *প্রমাণ* শব্দের দ্বারা যে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে তর্ক তার মধ্যে কিছু নয়, অন্যকোন প্রমাণও নয়। কারণ তর্ক তত্ত্বনিশ্চায়ক নয়, তত্ত্বনিশ্চায়কের জন্য প্রমাণ প্রযুক্ত হয়। এই প্রমাণের দ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হলে তর্ক যুক্ততাত্ত্বে প্রমাণকে অনুজ্ঞা করে অনুগ্রহ করে এই তত্ত্বেই প্রমাণ সম্ভব, এটিই যুক্ত এইরূপে প্রমাণ সম্ভব প্রযুক্ত তত্ত্ববিশেষের অনুমোদনই তর্কের অনুগ্রহ, এইরূপে তর্কানুগৃহীত হয়ে প্রমাণই তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়। সুতরাং তর্ক প্রমাণের সহকারী স্বয়ং কোন প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহকারী হয়ে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয়।

তর্ক + অচ্ করে তর্ক শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে তর্ক শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তর্কের লক্ষণপ্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে—'অবিজ্ঞততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ'[১] অর্থাৎ তর্কশব্দটি অনুমানপ্রমাণ এবং মনন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উপনিষদে তর্ককে ষড়ঙ্গ যোগের পঞ্চম অঙ্গ বলা হয়। এইরূপ বিভিন্ন অর্থে তর্কশব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু ন্যায়দর্শনে গৌতম উক্ত ষোড়শপদার্থের অন্তর্গত তর্কশব্দটি কোন প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহকারী ঊহ্যরূপ জ্ঞানবিশেষ। তর্ক প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন বলেছেন—যে পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয় জন্মায়নি, তার তত্ত্বনিশ্চয়ের কারণ যে প্রমাণ, তার উপপত্তি প্রযুক্ত সেই পদার্থে যে ঊহ্য অর্থাৎ মানসজ্ঞানবিশেষ, সেটাই হল তর্ক। কেশব মিশ্র তর্ক সম্বন্ধে বলেছেন—'অনিষ্টের প্রসঙ্গ আপত্তি হল তর্ক'[২]। যা বাদী ও প্রতিবাদী কারুরই ইষ্ট নয়, তার আপত্তি বা আরোপই হল তর্ক। যে দুটি ধর্মে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সিদ্ধ, সেই ধর্মদ্বয়ের একটি হল ব্যাপ্য আপাদক এবং অপরটি হল ব্যাপক বা আপাদ্য। যে ধর্মীতে ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেই ধর্মীতে ব্যাপ্য পদার্থের স্বীকারের দ্বারা অনিষ্ট ব্যাপক পদার্থের আপত্তি বা আরোপই হল তর্ক। এই প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন—'ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ'[৩] যেমন—'যদি অত্র ঘটঃ অভবিষ্যত্ তর্হি ভূতলমিব অদ্রক্ষ্যত্'। এখানে ঘটের সদ্ভাব এবং ঘটের দর্শন- এই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সিদ্ধ, যেহেতু ঘটের সদ্ভাব হল ব্যাপ্য এবং ঘটের দর্শন হল ব্যাপক। ঘটশূন্য ভূতলরূপ ধর্মীতে ঘটদর্শনরূপ ব্যাপকের থাকা অনিষ্ট। এখন যদি ঘটশূন্য ভূতলে ঘটের সদ্ভাবরূপ ব্যাপ্যকে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার দ্বারা ঘটদর্শনরূপ অনিষ্টের আপত্তির আকারটি হবে—'যদি এই ভূতলে ঘটের সদ্ভাব থাকত, তাহলে তার দর্শন অবশ্যই হত'। এভাবে ঘটশূন্য ভূতলে ঘটের অস্তিত্ব স্বীকারের দ্বারা উৎপন্ন ঘটদর্শনের আপত্তি 'অনিষ্টাপত্তি'রূপ হওয়ায় তা হল তর্ক।

নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন, যে পদার্থে ব্যাপক পদার্থের অভাব নিশ্চিত, সেই পদার্থে ব্যাপ্যের আরোপ

…ক সেই ব্যাপ্যের ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ, সেটাই হল তর্ক। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *ন্যায়বৃত্তিগ্রন্থে* …েছেন—'যেখানে ব্যাপক পদার্থ নেই—এটি নির্ণীত বা সর্বসম্মত, সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপ প্রযুক্ত …ই ব্যাপক পদার্থের আরোপ বা আপত্তি হল তর্ক[৮]। যেমন—ধূম এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপক। ব্যাপ্য যেকানে …কে সেখানে ব্যাপক পদার্থও থাকে। সুতরাং কোন স্থানে ব্যাপ্য পদার্থ আছে বললে তার আরোপপ্রযুক্ত …র ব্যাপক পদার্থের আরোপরূপ আপত্তি হয়। জলে বহ্নির অভাব নিশ্চিত। তাই জলে ব্যাপ্য ধূমের আরোপ …যুক্ত ব্যাপক বহ্নির যে আপত্তি বা আরোপ অর্থাৎ 'জলং যদি ধূমবত্ স্যাত্ তদা বহ্নিমত্ স্যাত্' এভাবে …লে বহ্নির যে আপত্তি, তা হল তর্ক/ মনের দ্বারা এরূপ আপত্তি হওয়ায় তর্ক হল মানসপ্রত্যক্ষ বিশেষ …ে আহার্যভ্রমজ্ঞান। তবে মনে রাখতে হবে যেকোন পদার্থে আরোপপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আপত্তি …র্ক নয়। যে স্থানে কোন পদার্থ সর্বজনস্বীকৃত, সেই স্থানে সেই পদার্থের আপত্তি তর্ক হতে পারে না। …খানে সেই ব্যাপক পদার্থটি বিদ্যমান আছে, সেখানে তার আপত্তি কিন্তু তর্ক নয়। যেমন মহানসে ধূম …ং বহ্নি উভয়ই থাকায় সেখানে ব্যাপক বহ্নির আপত্তি ইষ্টাপত্তিই। কিংবা 'পর্বতো যদি ধূমবান্ স্যাত্ তদা …হ্নিমান্ স্যাত' এভাবে পর্বতে বহ্নির যে আপত্তি, তা তর্ক নয়, কারণ তা ইষ্টাপত্তিই। কিন্তু তর্ক হল অনিষ্টাপত্তি। …তরাং যেখানে ধূম এবং বহ্নি উভয়ই নেই, সেখানে কেউ 'ধূম আছে' এরূপ বললে বহ্নির যে আপত্তি …য়, তাই তর্ক/ সুতরাং তর্ক হল বাধজ্ঞানকালীন ইচ্ছামূলক মানসপ্রত্যক্ষ। কোন স্থানে কোন বস্তু নেই জেনেও …দি ইচ্ছাপূর্বক সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে সেই প্রত্যক্ষকে আহার্যজ্ঞান বলে। ঘটহীন স্থানে 'এখানে …ট নেই' এরূপ ঘটের বাধ নিশ্চয় থাকলেও যদি ইচ্ছাপূর্বক 'এখানে ঘট আছে' এরূপ জ্ঞান করা হয়, …হলে তা হবে আহার্যজ্ঞান। নিয়ত এবং অনিয়ত ভেদে আহার্যজ্ঞান দুইপ্রকার। যে জ্ঞান সর্বদা আহার্য …য়, সেতা হল নিয়তাহার্য। যেমন 'নির্বহ্নিঃ পর্বতো বহ্নিমান্' এরূপ জ্ঞান নিয়ত আহার্য। যেহেতু এরূপ জ্ঞান …খনও অনাহার্য হয় না। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞান সাধারণতঃ অনাহার্য হলেও কখনও আহার্য হয়। 'পর্বতো …র্বহ্নি' এরূপ বাধাজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি ইচ্ছা পূর্বক 'পর্বতো বহ্নিমান্' এরূপ জ্ঞান হয়, তা হলে তা …হার্য হবে।

…ষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে তর্ক বিষয়ে একটি কারিকায় বলা হয়েছে—

> 'ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽথ সহচারগ্রহস্তথা।
> হেতুব্যাপ্তিগ্রহে তর্কঃ ক্বচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ'[৯]।।

…র্থাৎ ব্যভিচারজ্ঞানাভাব এবং সহচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহে কারণ।

তর্ক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তর্কের উৎপাদক তিনটি কারণ আছে। এইগুলি হল—

১। ধর্মীতে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয়।
২। আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয়।
৩। ধর্মীতে আপাদকের আহার্যনিশ্চয়।

উক্ত তর্কে 'ঘটশূন্য ভূতল' হল ধর্মী, 'ঘটের সদ্ভাব' হল আপাদক অর্থাৎ ব্যাপ্য এবং ঘটের দর্শন …ল আপাদ্য বা ব্যাপক। ফলে ঘটশূন্য ভূতলরূপ ধর্মীতে ঘটদর্শনরূপ আপাদ্যের অভাবনিশ্চয়, ঘটসদ্ভাবে

ঘটদর্শনের ব্যাপ্তিনিশ্চয় এবং ধর্মীতে ঘটসম্ভাবরূপ আপাদকের আহার্যনিশ্চয়—এই তিনটি কারণ থেকে 'যদি অত্র ঘটঃ অভবিষ্যত্, তর্হি ভূতলমিব অদ্রক্ষ্যত্' এই আকারে *তর্কটি* উৎপন্ন হয়েছে—তা জানা যায়।

তর্কের স্বরূপ এবং সংখ্যা বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কোন সম্প্রদায়ের মতে তর্ক সংশয় এবং নির্ণয় থেকে অতিরিক্ত নয়। কারও মতে বা যুক্তি সাপেক্ষ অনুমানই তর্ক। অনেকে আবার মনে করেন তর্ক হল অনুমানেরই নামান্তর। ন্যায়, অন্বীক্ষা, হেতু, তর্ক এগুলি হল অনুমানবোধক পর্যায়বাচী শব্দ। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে যুক্তিসাপেৎ অনুমানই হল তর্ক। উদ্যোতকর *ন্যায়বার্তিকে* তর্কের স্বরূপ বিষয়ক এই সব মত উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেছেন। জৈনগণ মনে করেন তর্ক হল অনুমান থেকে ভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণবিশেষ। বৌদ্ধমতে তর্ক হল প্রসঙ্গানুমান। পরপক্ষে অনিষ্টপ্রসঙ্গমূলক অনুমানই প্রসঙ্গানুমান। ব্যোমশিবাচার্যের মতে তর্ক নিশ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। বৈশেষিকাচার্য শ্রীধর মিশ্র তর্ককে অনুমান বলেছেন। শিবাদিত্য মিশ্র *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে বলেছেন—'তর্কস্বপ্নৌ সংশয়বিপর্যয়াবেব'[৬] অর্থাৎ তর্ক হল সংশয়বিশেষ। উদ্যোতকরের মতে তর্ক হল সংশয় এবং নির্ণয় থেকে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষ। বাৎসায়নের মতেও তর্ক হল সংশয় এবং নির্ণয় থেকে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানবিশেষ। বাৎসায়নের মতেও তর্ক হল সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান। উদয়নাচার্যের মতে অনিষ্টপ্রসঙ্গই হল তর্ক[৭]। তবে উদয়নাচার্য *আত্মতত্ত্ববিবেক* গ্রন্থে তর্ককে সংশয় এবং বিপর্যয়ের থেকে ভিন্ন অপ্রমারূপে স্বীকার করলেও কিরণাবলীনামক গ্রন্থে তিনি তর্ককে বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন[৮]। নব্যমতে যে পদার্থে ব্যাপকের অভাব নিশ্চিত সেই পদার্থে ব্যাপ্যের আরোপ পূর্বক ব্যাপকের আরোপই হল তর্ক। উদ্যোতকর *ন্যায়বার্তিকে* এই সমস্ত মতের উল্লেখ করে তর্কের স্বরূপ বলেছেন—'ভবেদিত্যেষ প্রত্যয় ইতাস্য স্বরূপমিতি'[৯]। তাঁর মতে সংশয় ও নির্ণয় থেকে ভিন্ন সম্ভবনারূপ জ্ঞানবিশেষেই তর্ক। কিন্তু আচার্য উদয়নের মতে অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তিই তর্ক। নব্যগণ বলেছেন যে পদার্থে ব্যাপকের অভাব নিশ্চিত সেই পদার্থে ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত সেই ব্যাপ্যের ব্যাপকের যে আরোপ তাই তর্ক। যেমন—জলে ধূম ও বহ্নির অভাব নিশ্চিত কিন্তু তাতে ব্যাপ্য ধূমের আরোপ প্রযুক্ত ব্যাপক বহ্নির যে আপত্তি, আরোপ বা আপাদন তা উক্ত স্থলে তর্ক। উক্ত তর্কজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হলে তার সহায়ে প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে বলে তর্কও *প্রমাণের* অনুগ্রাহক। তর্কস্থলে যে অনিষ্ট পদার্থে আপত্তি হয়, তার নাম আপাদ্য এবং যার আরোপ প্রযুক্ত সেই আপত্তি হয়, তার নাম আপাদক। যেমন—ধূম আপাদক এবং বহ্নি আপাদ্য। তর্কস্থলে আপাদক পদার্থে আপাদ্যের ব্যাপ্তিস্মরণ আবশ্যক, কারণ সেই ব্যাপ্তিই তর্কের মূল এবং প্রথম অঙ্গ। তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে তর্কের পাঁচটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে—

ব্যাপ্তিস্তর্কাপ্রতিহতিরবসানং বিপর্যয়ে।
অনিষ্টাননুকূলত্বে ইতি তর্কাঙ্গপঞ্চকম্[১০]।।

অর্থাৎ তর্কের পাঁচটি অঙ্গ হল—ব্যাপ্তি, তর্কাপ্রতিহতি, বিপর্যয়াবসান, অনিষ্টত্ব এবং অননুকূলত্ব।

তর্কের আবার চারটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি অঙ্গ হল—

১। তর্কের অপ্রতিহত অর্থাৎ সেই তর্কের ব্যাঘাতক প্রতিকূল তর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত।

২। বিপর্যয়ে পর্যবসান অর্থাৎ আপাদ্যের অভাবে পর্যবসান।

৩। অনিষ্টত্ব অর্থাৎ আপাদ্য পদার্থের অনিষ্টত্ব।

৪। অননুকূলত্ব অর্থাৎ সেই আপত্তির অসাধকতত্ব।

এই চারটিও তর্কের অঙ্গ। তার যেকোন একটি অঙ্গের অভাব হলে তা *তর্কাভাস* হবে, প্রকৃত তর্ক হবে না।

তর্কের বিভাগ নিয়ে অনেক মতবাদ দেখা যায়। কিন্তু ন্যায়দর্শনে তর্ককে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল—*বিষয়পরিশোধক* তর্ক এবং *ব্যাপ্তিগ্রাহক* তর্ক। যে *তর্কের* দ্বারা প্রমাণ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় হয় তার নাম বিষয়শোধক তর্ক। যে তর্কের ফলে অনুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত হওয়ায় ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তার নাম *ব্যাপ্তিগ্রাহক* তর্ক। তার মধ্যে বহ্নিবিরহিণ্যপি গ্রন্থের দ্বারা ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক তর্কের স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। তার আকার হচেছ—পর্বতো যদি নির্বহ্নিঃ স্যাত, ন চ নির্ধূমঃ স্যাৎ। এইরূপে প্রবৃত্ত তর্ক প্রমাণের সমর্থন এবং ব্যভিচার শংকার নিবৃত্তি দ্বারা প্রমাণের অনুগ্রাহক হয়ে থাকে। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলেছেন—'তর্কঃ ক্বচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ'[11]। উদয়নাচার্য তাঁর আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে পাঁচটি তর্কপদার্থের কথা বলেছেন। এইগুলি হল—আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রকাশ্রয় বা চক্রক, অনবস্থা এবং অনিষ্টপ্রসঙ্গ। *তার্কিকরক্ষা* গ্রন্থে আচার্য বরদরাজও পাঁচপ্রকার তর্কের কথা উল্লেখ করেছেন—'আত্মাশ্রয়াদিভেদেন তর্কঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ'[12]। আচার্য মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত অক্ষপাদদর্শনে আত্মাশ্রয়াদি চতুর্বিধ তর্ক স্বীকার করার পর ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধিকল্পনা, কল্পনালাঘব, কল্পনাগৌরব, উৎসর্গ অপবাদ এবং বৈজাত্য নামক অতিরিক্ত সপ্তবিধ তর্ক স্বীকার করে ন্যায়দর্শনে গৌতমের দ্বারা উক্ত তর্ককে একাদশপ্রকার বলেছেন[13]। *ন্যায়পরিশুদ্ধি* গ্রন্থে আচার্য বেঙ্কটনাথ *প্রজ্ঞাপরিত্রাণ* নামক গ্রন্থের মত প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মাশ্রয়াদি চারটি এবং বিরোধ এবং অসম্ভব নামক অতিরিক্ত দুটি তর্ক স্বীকার করে ষট্প্রকার *তর্কের* কথা বলেছেন[14]। *মানমেয়োদয়* গ্রন্থে নারায়ণ ভট্টও আত্মাশ্রয়াদি চারটি লাঘব এবং গৌরব মোট ছয়প্রকার তর্কের কথা বলেছেন[15]। মীমাংসকগণ *তর্কপদার্থকে* বোঝাতে *উহ্য* শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে এই উহ্য মন্ত্র, সাম, এবং সংস্কারভেদে তিনপ্রকার।

অতএব তর্ক হল যখন কেউ কোন প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ সাধন করতে যায়, তখন যদি সেই সাধনীয় পদার্থে অন্যথাত্ব শঙ্কার নিরাসের নিমিত্ত যে দোষ কথন তাকে তর্ক বলে। তর্কপদার্থ একতর ধর্মের অনুজ্ঞাই করে, কিন্তু অবধারণ করে না অর্থাৎ 'এই পদার্থ এইরূপ' এভাবে নিশ্চয় করে না। সুতরাং তর্ক নির্ণয় থেকে ভিন্ন। তর্ককে সংশয়স্বরূপও বলা যায় না। কারণ 'যদি পর্বত বহ্নিহীন হয়, তাহলে অবশ্যই ধূমহীন হবে'। এরূপ তর্কে নিশ্চিতভাবে ধূমহীনত্বরূপ একটিমাত্র কোটির ভান হয়। কিন্তু সংশয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের ভান অনিবার্য। সুতরাং সংশয়ে তর্কের অন্তর্ভাব হতে পারে না। তর্ককে আবার স্বরূপ ভ্রমের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ ভ্রম অনুমানের অনুগ্রাহক হয় না, কিন্তু তর্ক অনুমানের অনুগ্রাহক হয়। অতএব তর্ককে সংশয় এবং বিপর্যয় থেকে অতিরিক্ত স্বীকার করা হয়েছে।

নিঃশ্রেয়স লাভে ষোড়শপদার্থের ভূমিকা হল মুখ্য। কারণ এই ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব। কিন্তু এই ষোড়শপদার্থের মধ্যে তর্ককে প্রমাণের সহকারী বলা হয়েছে। কারণ তর্ক স্বয়ং কোন

প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহকারী হয়ে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয়। যেমন জীবের জন্মের কারণ অনিত্য হলে তার বিনাশে জন্মের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। কিন্তু জন্মের কারণ নিত্য পদার্থ হলে কখনও তার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় জন্মের উচ্ছেদ হতে পারে না। সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। জীবের বিনা কারণে জন্ম হলে পরে আবার জন্ম হতে পারে। একেবারে তার নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মুক্তি অসম্ভব। এইরূপে তর্ক বিষয় জন্ম পদার্থে "জন্ম বিচিত্রকর্মজন্যং বিচিত্রত্বাত্" এইরূপ প্রমাণ সমূহ প্রবৃত্ত হলে তর্ক পদার্থ সংশয় নিবৃত্তির দ্বারা ওই প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী হয়ে থাকে। অতএব এই নিঃশ্রেয়স লাভে তর্কের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**তথ্যসূত্র :**

১ ন্যায়দর্শন, সূত্র ১/১/৪০।

২ তর্কভাষা। সম্পা, গঙ্গাধর কর, পৃ. ৫২২।

৩ তর্কসংগ্রহ, সম্পা, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ. ২৯২।

৪ ন্যায়বৃত্তি, পৃ. ১৫০।

৫ ভাষাপরিচ্ছেদ, সম্পা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ৫৩৮।

৬ সপ্তপদার্থী, সম্পা, অমরেন্দ্র তর্কতীর্থ, পৃ. ৩১।

৭ ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, সম্পা, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ২৫১।

৮ কিরণাবলী, সম্পা, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২৬৫।

৯ ন্যায়বার্তিক, সম্পা, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ, পৃ. ১৫০।

১০ মানমেয়োদয়, সম্পা, দীননাথ ত্রিপাঠী, পৃ. ৬২।

১১ ভাষাপরিচ্ছেদ, সম্পা, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৬৪।

১২ তার্কিকরক্ষা, সম্পা, বিন্ধ্যেশ্বরী দ্বিবেদী, পৃ. ৩০০।

১৩ সর্বদর্শনসংগ্রহ, সম্পা, উমা শঙ্কর শর্মা, পৃ. ৪০০।

১৪ ন্যায়পরিশুদ্ধি, সম্পা, বেঙ্কটনাথ, পৃ. ৮০।

১৫ মানমেয়োদয়, সম্পা, দীননাথ ত্রিপাঠী, পৃ. ৭০।

**গ্রন্থপঞ্জি ঃ**

কেশবমিশ্র। *তর্কভাষা* / সম্পা ঃ গঙ্গাধর কর। কলকাতা ঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৯ (১ম প্রকাশ), ২০১৪ (২য় প্রকাশ), ২০১৯ (৩য় প্রকাশ)।

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* / সম্পা ঃ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা ঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০, ১৪১৩, ১৪২৩ (পুনঃ সংস্করণ)।

মহর্ষি গৌতম। *ন্যায়দর্শন* / সম্পা ঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮১ (১ম সংস্করণ), (৩য় সংস্করণ)।

মহর্ষি গৌতম। *ন্যায়দর্শন* / সম্পা ঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

মহর্ষি গৌতম। *ন্যায়দর্শন* / সম্পা ঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কলকাতা ঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষ। মুদ্রিত।

দীননাথ ত্রিপাঠী। *মানমেয়োদয়* / সম্পা ঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য। কলকাতা ঃ বোধি প্রেস, ১৯৯০ (১ম খণ্ড)।

[…]রাজ। তার্কিকরক্ষা। সম্পা : বিন্ধ্যেশ্বর দ্বিবেদী, কাশী : মেডিকেল হল প্রেস, ১৯৩০।

বেঙ্কটনাথ। ন্যায়পরিশুদ্ধি। বেনারস : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

উদ্দ্যোতকর। ন্যায়বার্তিক। সম্পা : বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯১৫।

শিবাদিত্য। সপ্তপদার্থী। সম্পা : তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২।

[…]নন ভট্টাচার্য। ভাষাপরিচ্ছেদ। কাথি : ১৩৭৪।

[illegible] ভট্টাচার্য। ভাষাপরিচ্ছেদ। সম্পা : প্রবাল কুমার সেন। কলকাতা : রাম লেজার, ২০০০ (১ম সংস্করণ), ১৮২৩ (২য় সংস্করণ), ১৪২২ (সংশোধিত সংস্করণ)।

উদয়নাচার্য। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ। সম্পা : শ্রীমোহন ভট্টাচার্য। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫।

[…]নন শাস্ত্রী। ভাষাপরিচ্ছেদ। সম্পা : অনামিকা রায়চৌধুরী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪ (১ম প্রকাশ)।

মহর্ষি গৌতম। ন্যায়দর্শন। সম্পা : শালিগ্রাম শাস্ত্রী। হিমাচলপ্রদেশ দর্শনিক অনুসন্ধান কেন্দ্র, ১৯৯০।

উদয়নাচার্য। আত্মতত্ত্ববিবেক। সম্পা : ধুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৯৭।

উদয়নাচার্য। কিরণাবলী। সম্পা : গৌরীনাথ শাস্ত্রী। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।

[…]নাথ সপ্ততীর্থ। মীমাংসা দর্শনম্। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪১৬ (পুনঃ মুদ্রণ)।